যুগান্তর

তারিখ 16 MAR 2016
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ২

# গাজীপুরে প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকদের বিক্ষোভ

**গাজীপুর প্রতিনিধি**

গাজীপুরে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট কর্তৃপক্ষের অব্যবস্থাপনা, অনিয়ম এবং প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকদের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে বিভিন্ন কলেজের প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকরা ক্লাস বর্জন, বিক্ষোভ ও অবস্থান ধর্মঘট কর্মসূচি পালন করেছে। মঙ্গলবার বিকালে গাজীপুর মহানগরীর বোর্ড বাজারে অবস্থিত বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটে এ ঘটনা ঘটে।

প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকরা জানান, গত ২২ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৬ মার্চ পর্যন্ত ২৪ জন শিক্ষক ১১তম ব্যাচে সিলেট বিভাগের বিভিন্ন কলেজ থেকে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর বাংলা, জীববিদ্যা ও পদার্থ বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিতে আসেন। প্রশিক্ষণের সময় তাদের সঙ্গে ইন্সটিটিউট কর্তৃপক্ষ প্রশিক্ষণার্থীদের সঙ্গে নানা সময়ে অসৌজন্য আচরণ ও দুর্ব্যবহার করে থাকেন। দিনে দুই বেলা টিফিনের জন্য ৮০ টাকা করে বাজেট থাকলেও তাদের প্রতিবার ৮-১০ টাকার সমপরিমাণ টিফিন প্রদান করা হয়। এসব বিষয়ে প্রতিবাদ করলে ইন্সটিটিউটের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. আহাম্মদ উল্লাহ প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন। প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকদের অভিযোগ, বিষয়ভিত্তিক ভিজিট, ক্লাস গুলো ঠিকমতো করা হয় না।

পলাশ কলেজের বাংলা বিভাগের প্রভাষক জহুরা খাতুন বলেন, ইন্সটিটিউটের অধ্যক্ষ ড. আহাম্মদ উল্লাহ বিষয়ভিত্তিক ছাড়া তার লেখা ১০০ টাকা মূল্যের আব্বাসীয় স্বর্ণময় যুগে ইলমে তাফসির, আল হাদিস ও ফিকহ শাস্ত্রের উৎপত্তি এবং ক্রমবিকাশ নামের একটি বই কিনতে প্রশিক্ষণার্থীদের বাধ্য করেন। তারা অভিযোগ করেন, মঙ্গলবার দুপুরে প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকরা এসব অব্যবস্থাপনার কথা অধ্যক্ষকে জানাতে গেলে অধ্যক্ষ প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকদের সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণ করেন। পরে তারা দুপুরের পর থেকে ক্লাস বর্জন করে একাডেমিক ভবনের নিচে অবস্থান ধর্মঘট কর্মসূচি পালন করেন। এ সময় অধ্যক্ষ নিচে নেমে আসেন এবং নরসিংদী জেলার পলাশ শিল্পাঞ্চল কলেজের এক নারী শিক্ষকের সঙ্গে অসৌজন্য আচরণ করেন।

ইন্সটিটিউটের অধ্যক্ষ ড. আহাম্মদ উল্লাহ জানান, সম্প্রতি প্রকল্প পরিচালক অতিরিক্ত সচিব বনমালী ভৌমিক বদলি হয়ে যাওয়ায় প্রকল্পের টাকা ছাড় করা যায়নি। এতে প্রশিক্ষণ ভাতার অর্থ সংকট দেখা দিয়েছে। তবে তিনি প্রশিক্ষণার্থীদের দুর্ব্যবহার ও তার লেখা বইটি কিনতে বাধ্য করার বিষয়টি অস্বীকার করেন। তিনি আরও বলেন, নতুন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের পরই অর্থ সংকট কেটে যাবে।